নারীদের প্রতি যীশুর আচরণ কেমন ছিল?

তিনি তাদেরকে মূল্যবান ও বিশ্বস্ত বোন হিসেবে দেখেছেন। তিনি তাদেরকে ভালবেসেছেন,সম্মান করেছেন, স্নেহ করেছেন- যা ঈশ্বরের রাজ্যে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহুদি সংস্কৃতিতে অস্বাভাবিক। তাঁর রক্ত পাপকে জয় করেছে, তাঁর পুনরুত্থান মৃত্যুকে এবং পতিত পৃথিবীকে হারিয়ে দিয়ে উদ্ধারকৃত পরিবার স্থাপণ করেছে। .

মূল শব্দ

উদ্ধারকর্তা

যীশু ঈশ্বরের আদর্শকে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন

যীশু মৌলিক ছিলেন

যোহন ৪:১-৪২

যীশু কূপের কাছে শমরীয় নারীর সাথে কথা বলেছিলেন, তার সাথে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন এবং প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেছিলেন তিনিই আসলে মশীহ। তিনি প্রথমবারের মতো"আমিই" বলে বিবৃতি দেন। সে তার গ্রামের একজন সুসমাচার প্রচারকারী হয়। যীশু অনেক বাধা ভেঙেছেন- শমরীয়(জাতিগত), নারী(লিঙ্গগত), পাপপূর্ণ(পবিত্রতা), ধর্মতত্ত্ব(ঐতিহ্য)।

লূক ১০:৩৮-৪২

মরিয়ম যীশুর পায়ের কাছে বসেছিলেন। ইহুদি লোকেরা নারীদেরকে তোরা শোনা থেকে বঞ্চিত করেছিল। মরিয়ম একজন শিষ্যের ভূমিকা নিয়েছিল যখন সে যীশুর পায়ের কাছে বসেছিল। শিষ্যরা যা শিখছে তা অন্যদের কাছে শিক্ষা দেবে এই আশা করা যায়। তাহলে মরিয়ম অবশ্যই একজন শিক্ষক হবার জন্যই শিখছিল।

লূক ১৩:১০-১৭

সিনেগগ গুলিতে, নারীদেরকে পিছনে বসার নির্দেশনা দেয়া হতো। যীশু নারীদেরকে তার কাছে আসতে বলেছেন- **একদম সামনে**। তিনি নারীদেরকে সুস্থ করেছেন এবং অব্রাহামের "কন্যা" বলে সম্বোধন করেছেন। "অব্রাহামের পুত্র" সম্বোধনটি একটি সাধারণ শব্দ, কিন্তু "অব্রাহামের কন্যা" শব্দটি এর পূর্বে কখনোই ব্যবহার করা হয়নি। যীশু দেখিয়েছেন নারীদের মহৎ মূল্য ও সম্মান রয়েছে।

যোহন ১১:১৭-২৭

মার্থা এবং যীশু লাসারের মৃত্যুর পর গভীর ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা করেন। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেননি,"আমি পুনরুত্থান ও আমিই জীবন" কিন্তু তিনি এটি মার্থার সাথে বলেছেন। সে পিতরের মতো একই শব্দ দ্বারা উত্তর করেছিলো যা প্রকাশ করে ঈশ্বর নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই আত্মিক সত্য প্রকাশ করেন।

লূক ১১:২৭-২৮

একজন নারী রব্বিনিক আশির্বাদের বাক্য প্রকাশ করে," ধন্য সেই গর্ভ, যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল, আর সেই স্তন, যাহার দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছিলেন।" যীশু এই বিশ্বাসকে কিছুটা পরিবর্তন করে বলেন যে তারাই ধন্য যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও পালন করে। শুধুমাত্র সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়া মা নয় বরং যে কেউ আশির্বাদ প্রাপ্ত/ ধন্য হতে পারে।

যীশু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলিতে নারীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

- **যীশুর জন্ম-** মরিয়ম যীশুকে গর্ভে ধারণ করলেন, জন্ম দিলেন, পালন করলেন।
- **মৃত্যুর জন্য যীশুর অভিষেক-** একজন নারী বহুমূল্য সুগন্ধি তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন। সে সমবসময় স্মরণে থাকবে।
- **যীশুর মৃত্যু-** নারীরা বিশ্বস্তভাবে কাছে ছিল, তারা দেখেছিল এবং দুঃখ করেছিল।
- **যীশুর পুনরুত্থান-** নারীরা যীশুর মৃত শরীরকে সম্মান করেছিল, যীশু মগ্দলীনি মরিয়মকে পুনরুত্থানের বার্তা দিয়েছিলেন।

উপসংহার

যীশু পুরুষের উপরে নারীদের শ্রেষ্ঠতা দেখাননি। বরং তিনি পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিকারের স্থানকে স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন। যীশু ঈশ্বরের চরিত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত নতুন রাজ্যের নৈতিকতা প্রকাশ করেন। *যীশু তার পুনরুত্থানের দ্বারা উদ্ধারকৃত, পরিত্রাণকৃত পরিবারের সম্ভাবনাকে ফিরিয়ে আনেন*

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?